



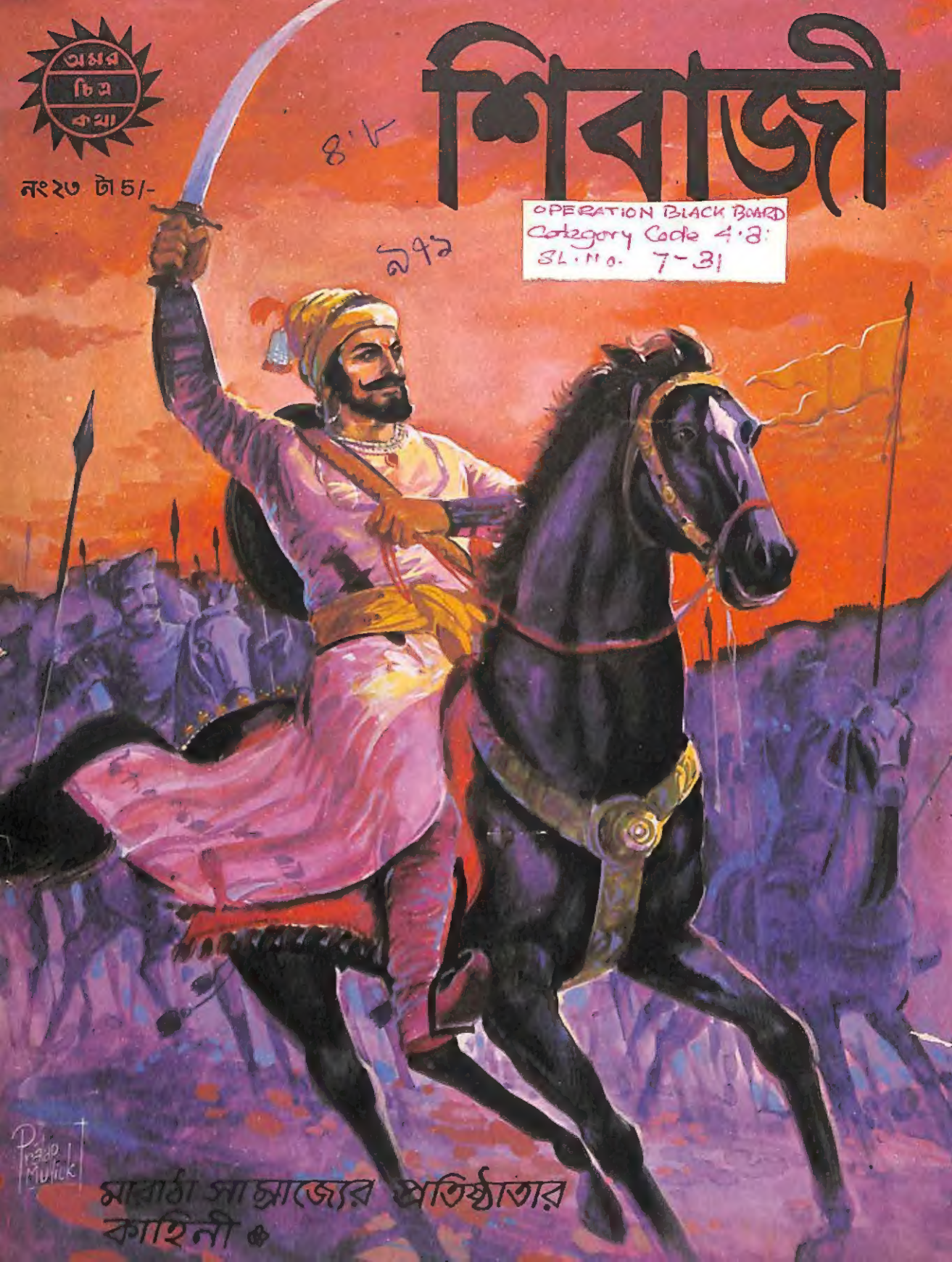
নং ২৩ টা ৫/-

৪'৮

৯৭২

শিবাজী

OPERATION BLACK BOARD
Category Code 4'8:
SL. No. 7-31



Prado Mulick

মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার
কাহিনী

শিবাজী

সপ্তদশ শতাব্দীতে হোগলরা পূর্ণ বিক্রমে ভারতের উত্তর ও মধ্য অংশে রাজত্ব করে গেছে। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের আদিল শাহ এবং জাঙ্গির-এর নবাবের মধ্যে তখন চলছিল অবিরাম দ্বন্দ্ব। সাধারণ মানুষের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। খান আর সর্দাররা তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠ করতো; রাজকর্মচারীরাও তাদের হেনস্থা করতে ছাড়তো না। একশো বছর বিদেশীর শাসনে রাজপুতদের মতো লড়াই জাতিও তাদের উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া এদের মধ্যে অনেকে বড় বড় রাজকীয় মর্যাদা-সম্মান চাকরি পেয়ে হাতের পুতুলের মতো হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য এক জন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন ছিল জরুরী।

এই রকম সময়ে শিবাজী জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পিতা ছিলেন অসাধারণ সাহসী। মা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী। এ ছাড়া শিখাগুরু দাদাজী। এই তিন জনের প্রভাবে শিবাজী বড় হয়ে উঠলেন। চারদিকে ঘাটমান কান্ড সম্মুখে শিবাজী ছিলেন সজাগ। শাসকদের অত্যাচার দেখে তিনি ক্ষুব্ধ ও অঙ্গির হয়ে উঠতেন। একদল অনুগত সৈন্যদের নিয়ে তিনি এক বাহিনী গড়লেন। তাদের সবার প্রতিজ্ঞা ছিল এই যে, তারা একদিন এই পরাধীনতার জোয়ালটাকে কাঁধ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবে। কী ভাবে শিবাজী তাঁর পারিকল্পনাকে রূপ দিলেন সেই কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ/কেয়াচট্টোপাধ্যায়

বর্ণলিপি : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অমর চিত্রকথার

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক

উদ্বারনী

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০০৭৩

© India Book House Pvt. Ltd., Bombay 400 026.

All rights reserved

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Pvt. Ltd., Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.

Editor : Anant Pai Artworks Pratap Mulick

Aceno-15029

শিবাঙ্গী

৪৮
৯৭২

১৬৩০ সনের ১২শে ফেব্রুয়ারী। সূর্য তখন অস্তাচলে। এমন সময় মহারাষ্ট্রের শিবনরী দুর্গে ঢাকের বাজনা বেজে উঠলো। জিজাবাদ-এর পুত্র সন্তান হয়েছে। জিজাবাদ-এর স্বামী শাহজী তখন বাইরে। বিজাপুরের সুলতানের হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কয়েক শ' শতাব্দী ধরে বিদেশী শাসকেরা মারাঠীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। শিবাঙ্গী যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন বিজাপুরের সুলতান ছাড়াও দিল্লিতে মোঘল সম্রাট এবং নিম্নো রাজা সিদ্ধি-জোহর মহারাষ্ট্রের মালিকানা নিয়ে যুদ্ধে মেতেছিলেন।



দুঃখের ভিতর —

কী উজ্জ্বল চোখ
আর কী ঠিকিলো
নাক!

দেবী শিরাই-
এর নামে
ওর নাম
রাখাবো।



শিব যখন একটু বড়ো হলেন, শাহজী তাকে বিজাপুরে নিয়ে গেলেন। এবং
বিচক্ষণ শিক্ষক দাদাজী কোন্ডদেও-এর তত্ত্বাবধানে রাখলেন।

এখন থেকে
ইনিই হবেন
তোমার
অভিভাবক।



বৎস, পেশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করি
একদিন যেন
তোমার কীর্তি
চারিদিকে
ছড়িয়ে পড়ে!



দাদাজী নিজে তার পড়াশোনার ভার
নিলেন। শেখালেন..

...অস্ত্রবিদ্যা. আর...

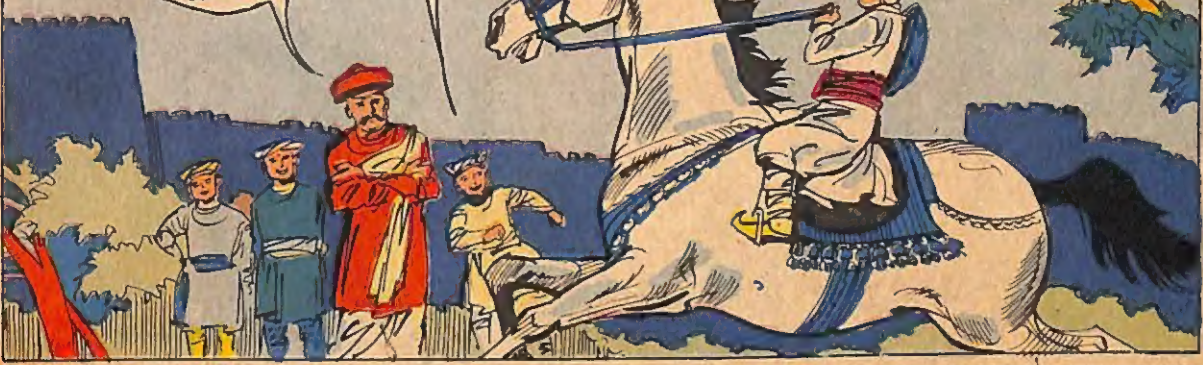
বা: অব্যর্থ
লক্ষ্যভেদ!



..ছোড়ায় চড়া।

দেখো
কেমন জোরে
ছুটছে!

সাবান,
শিব!



শিবের ছিল তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানী মন।

গুরুজী, বাবা
কেন আমাদের
সাথে থাকেন
না?

তিনি একজন বড়ো যোদ্ধা।
যেখানে যুদ্ধ সেখানেই
তাঁকে যেতে হয়।



অন্যলোকের
হয়ে যুদ্ধ
করেন?
কেন তিনি
একাজ
করেন?
...কেন?



জিজ্ঞাসা করে তাকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প বলতেন।

তারপর ভগবান বৃষ্ণ অর্জুনকে
বললেন - একজন
বীরের যা কাজ তা তাকে
করতেই হবে। এজন্য যদি
মৃত্যু হয়, সেও ভালো।

মা, আমার
কর্তব্য
কী?





জিজাবাই দেখলেন তাঁর পুত্র খুব ঘুশকিলে পড়েছে।





যদিও দাদাজীর কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা কিন্তু কার্যত: তিনিই স্থানীয় শাসক হয়ে উঠলেন। তাঁর নাকের ডগায় বসে শিব নানারকম দুঃসাহসী পরিকল্পনা করতেন।



শিবাজী তোরনা দুর্গ দখল করলেন। এটা তার একটা বড়ো জয়।



জিজ্ঞাসে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

ওরা বলেছে, তুমি নাকি আজ একটা দুর্গ দখল করেছিস। কাজের কাজ করেছিস।

কাজটা খুবই সহজ ছিল, মা। সুলতানের দুর্গ তেমন সুরক্ষিত ছিল না। আর রাজকর্মচারীরাও আমাদের পাশে ছিলেন!



শিবাজীর অভিযানের খবরে
মুলতান বিরক্ত হলেন।

চার দিকে বটে গেছে, মুলতান আপ-
নার বাবাকে বন্দী করেছেন—
আপনাকে শিক্ষা
দেবার জন্য।



পিশাচ সেনাপতি
আফজল খাঁ তাঁর
হাতে হাতকড়া
পরিয়েছেন!

আর
মুলতান আমা-
দের বিরুদ্ধে
একদল সৈন্য
পাঠিয়েছেন।



বাবাকে
বন্দী করেছে!
মুলতানকে
উচিত
শিক্ষা
দিতে
হবে!

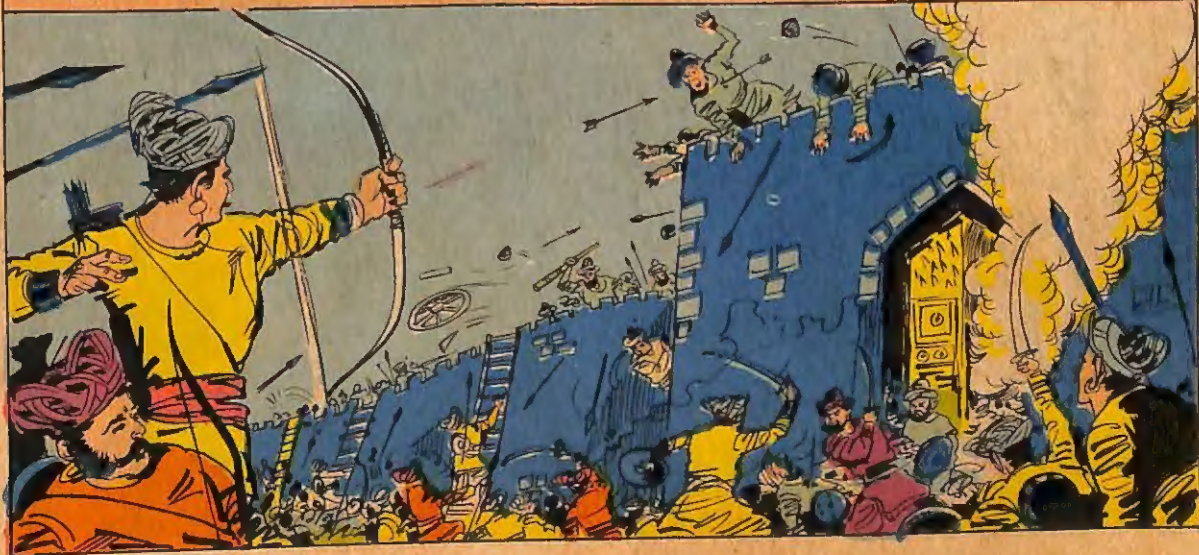


মুলতানের সেনা বাহিনী যখন পাল্টা আক্রমণ
করলো, শিবাজী তখন পুরন্দর দুর্গে।

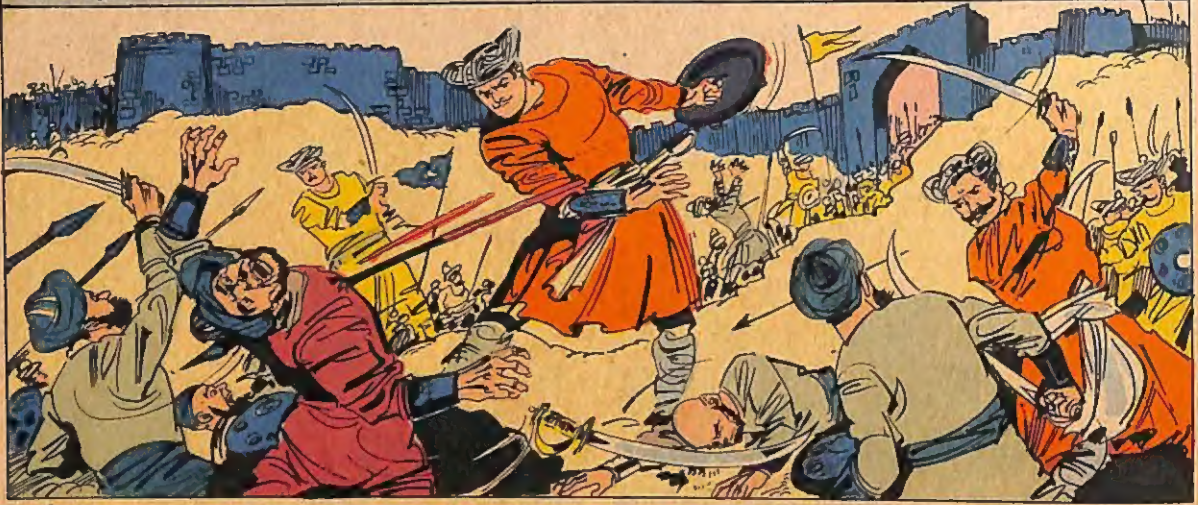


যাও, শত্রুর
মোকাবিলা
করো।

শত্রু বাহিনীর কিছু সেনা একটা ছোট দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল শিবাজীর সৈন্যরা
তাদের আক্রমণ করে পরাজিত করলো।



শত্রুপক্ষ যখন পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করার চেষ্টা করলো, তখন শিবাজীর সৈন্যরা প্রাণপন যুদ্ধ করে তাদের হারিয়ে দিলো।



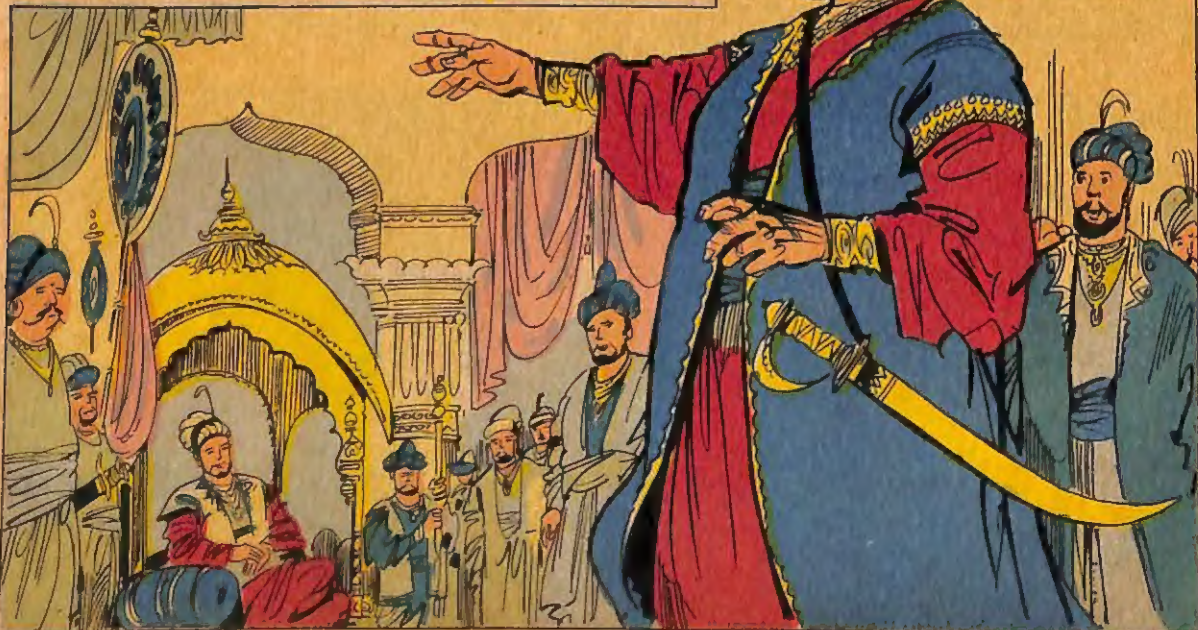
মুলতান উপযুক্ত শিক্ষা পেলেন।



শাহজীকে ক্ষুতি দিন!
তাকে কোনরকম
অসম্মান করা
চলবেনা!

কিন্তু চারদিকে তখন প্রতিশোধের
হাওয়া। কিছুদিন বাদেই বিজাপুরের
ডাকসাইটে সেনাপতি আফজল খাঁ
বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে শিবাজী-
কে আক্রমণ করলো।

জ্যাক্ত
অথবা মৃত—
এই পাহাড়ী
ইদুরটাকে
আমি
ধরবোই!



অতর্কিতে শহর ও গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে আফজল একমাত্র আসের সৃষ্টি করলেন-



এর পর পাহাড়ী জেলা ওয়াই-এ আফজল খাঁ-র সৈন্যেরা তাঁর খাটালো আর আশেপাশের গ্রামগুলোকে ধ্বংস করতে লাগলো।



পাশেই ছিল প্রতাপগড়। শিবাজী তখন সেখানে ছিলেন।



শীঘ্রই আফজল খাঁ'র কাছ থেকে একজন দূত এলো।





আফজল খাঁ এলেন দাক্ষিণে। সঙ্গে দু'জন
প্রহরী।

ইঁদুরটা লিখেছে, সঙ্গে লোক আনা
চলবে না! কাপুরুষ!



দু'জন দেহরক্ষীকে নিয়ে শিবাজীও গেলেন
আফজলের সাথে দেখা করতে।



তোমার
মরন
ঘনিয়েছে!

এজো
বৎস!



ডালোবাসার ভান করে খাঁ যখন শিবাজীকে আলিঙ্গন করলেন, শিবাজীও ইঁসিয়ার ছিলেন।

ছুরি
ডেঁচিয়েছে!



শিবাজী বাঁ হাত দিয়ে তার মারাত্মক
অসুখটা (কড়ে) নিলেন আর ডান হাত তুললেন।



ডান হাতে ছিল বাঘনখা।
শিবাজী তা খানের বুকে
বসিয়ে দিলেন।



আহত হয়ে খান যখন যুদ্ধাঙ্গ টল-
ছিলেন-



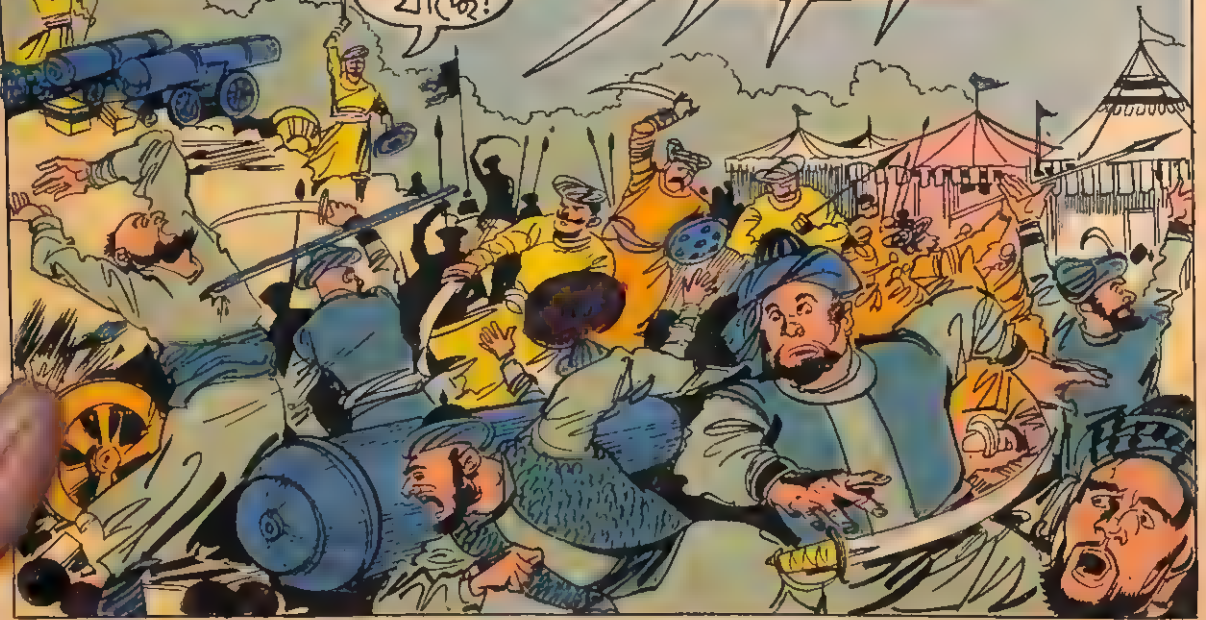
হঠাৎ, দুর্গের চারপাশের জঙ্গলের মধ্য থেকে যুদ্ধের আওয়াজ তুলে
মারাঠা সৈন্যেরা দলে দলে
বেরিয়ে এলো।



এর পর শুরু হলো দু'পক্ষের যুদ্ধ, চললো সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ওরা
পালিয়ে
যাচ্ছে!

আমরা জিতেছি!



চারদিকে আনন্দের জোয়ার...

খাঁ-র মুনুটা
নিয়ে কি করা
যায়?

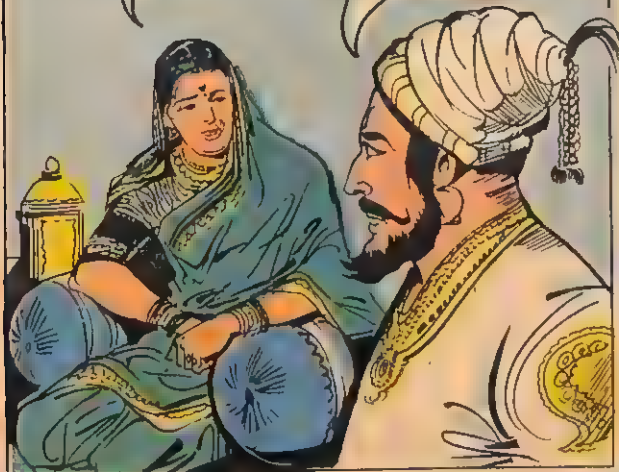
ওর দেহটার
সঙ্গে ওটাকেও
সম্মানে
কবর
দাত্ত।

কী মহানুভব!
উনি সরাজিত
শত্রুকেও
অসম্মান
করতে
চাননা!



থুব জোর বেঁচে
গেছিস বাছা!
যুদ্ধ থেমে গেছে,
তাই না?

ইয়া,না।
আমরা প্রচুর
ধনসম্বদও
পেয়েছি!



তখন শিবাজীর জয়জয়কার।
এবং তিনি এই সুযোগকে কাজে
লাগালেন।



শীগগীরই
আমরা আবার
যুদ্ধযাত্রা
করবো!

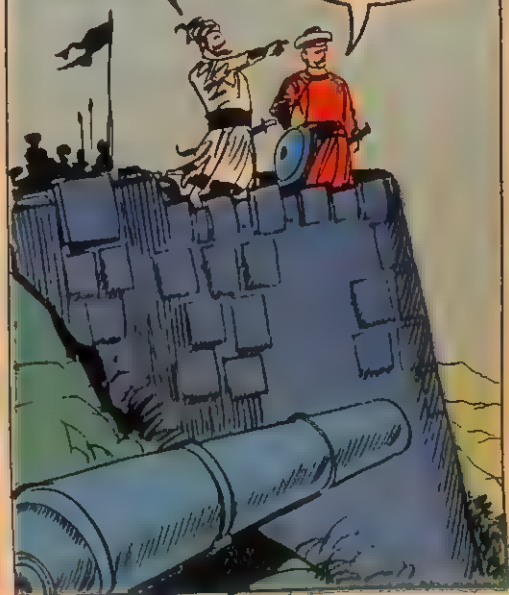
ঝড়ের বেগে একের পর এক অভিযান
শুরু হলো। তের দিনে শিবাজী হাজার
মাইলেরও বেশি পথ পার হয়ে গেলেন। সর্বত্র
শত্রুরা হেরে গেল। তাঁর রাজ্যসীমা বাড়তে লাগলো।



অবশেষে বহু সাধের
পান হলো। দুর্গও তিনি জয়
করলেন। ... তারপর ...

পান হলো এখন
আমাদের। কিন্তু
বাজীরাও, ঐ
দিকে তাকাও।

সমুদ্রের মতো
বিশাল সেনা-
বাহিনী আমা-
দের দিকে
আসছে।



মহারাজ, উনি
সিদ্ধি জোহর। খুব
দুর্ধর্ম। সমুদ্রের
ধার ঘেঁষে ওঁর
রাজত্ব।

আর ইংরেজ
নাবিকরাও ওঁকে
সাহায্য
করছে।



সিদ্ধির সৈন্যরা শিবাজীদে
ঘিরে ধরলো। পালাবার সমস্ত
পথ বন্ধ।



কয়েক মাস ধরে আক্রমণ চললো। মারাঠারা সাহসের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা
করছিল।



যে কোনও মুহুর্তে
বৃষ্টি নামতে
পারে!

ভয়ঙ্কর ভাবে বর্ষা নামলো।

এ ভাবে আর কতো দিন
থাকা যায়?

আমাদের এখন
চালাকির পথ
নিতে হবে।



নানা রকম খুজব ছড়ালো। সন্ধ্যাবেলায় —

শিবাজী এখন দুর্গ
ছেড়ে দেবার কথা
ভাবছেন!

ভালো কথা! তহলে
আমরা বিশালগড়
আক্রমণ করবো।

কিন্তু সেই রাতে —

শোনা যাচ্ছে,
শিবাজী নাকি
দুর্গ থেকে
পালিয়েছেন।

শিবাজী সত্যি সত্যিই দুর্গ ত্যাগ করেছেন। এক হাজার অস্তিত্ব সৈন্য নিয়ে তিনি
দুর্যোগের মধ্যেই বিশাল গড়ের দিকে রওনা দিলেন।

ওরা কি টের পেয়ে গেছে?

হ্যাঁ মহারাজ! ওরা
আমাদের পিছু
নিয়েছে!

এয়ে সরু গিরিপথ!

কিন্তু পার
হয়ে যেতে পার-
লেই আমরা
বিশালগড়ে
পৌঁছে যাবো!

আপনি এগিয়ে
যান। আমরা এখানে
থেকে গিরিপথটা
রক্ষা করবো।

বাজী,
তুমি একজন
মহান
যোদ্ধা!

মাত্র দুশো যোদ্ধা নিয়ে বাজী বীরের মতো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করলেন।

এতেই ও মরবে!

কিন্তু হয়...



বাজী দরুন আহত হলেন।

দূরে কামানের আওয়াজ শোনা
যাচ্ছে। তার মানে উনি বিশাল গড়ে
পৌছে গেছেন!



এখন আমি শান্তি
মরতে পারবো!

পানহালা দুর্গে তখন সিদ্ধি
জোহর বেগে আগুন!

অদ্বুত! সুলতান
লিখেছেন, আমি
নাকি ইচ্ছে করেই
শিবাজীকে
পালানোর
সুযোগ
দিয়েছি।



যদিও সিদ্ধি জানতেন না পানহালা দুর্গে
তখন সামান্য কয়েকজন রত্নী পাহারা
দিচ্ছিল। শিবাজী চান নি, তারা অকারণে
মারা যাক। সেজন্য তিনি তাদের আত্ম-
সমর্পণ করতে
বলেছিলেন!

শূন্য দুর্গ!
এটা নিয়ে
আমি কি
করবো?



শিবাজী যখন বিশাল গড়ে ঘিরে এলেন, সম্রাট ঔরংজেবের কাকা শায়েস্তা
খাঁ তখন পুনা আধিকার করে নিয়েছেন। শিবাজী বুঝেছিলেন, এবার তিনি
শক্ত পাল্লায় পড়েছেন।



শায়েস্তা খাঁ এখন
লাল মহল দখল করে
আছেন। আমাদের প্রিয়
শিবাজীর ছেলেবেলা
ওখানে কেটেছে।

শিবাজী
এ সময়ে থাকলে
ব্যাপারটা
অন্যরকম হতো!

শহরের সীমান্ত ঘিরে শায়েস্তা খাঁ সশস্ত্র সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন।



ও! একটা বিয়ের শোভাযাত্রা!
ওদের যেতে দাও!

'বিয়ের শোভাযাত্রা' যখন লালমহলে পৌঁছল —



আক্রমণ
করো!



শিবাজী কিছুকাল শান্তিতে
কাটালেন — কিন্তু ...

পুরোপুরি স্বাধীন
না হওয়া পর্যন্ত
আমাদের শান্তি
নেই!

অনেক অর্থের
দরকার, মহারাজ!
যুদ্ধ মানেই
প্রচণ্ড খরচ!

চরেরা বলেছে, সুরাটে
নাকি প্রচুর ধন-
সম্বদ।

হ্যাঁ।
ইংরেজরা
আমাদের দেশ
লুটে অনেক
টাকা জমিয়েছে
সেখানে।

এই বন্দরের সঙ্গে
ওরংজেবের মর্যাদা
জড়িত!

চলো, সুরাট
চলো!

তড়িৎগতিতে শিবাজী সুরাট আশ্রমণ করলেন।



চারদিকে চললো
লুণ্ঠরাজ।

গরীবের কিছু
নিও না!

আর মেয়েদের
অসম্মান
করো না!



ওরংজেব সতর্ক হলেন।

ওকে এখনি শেষ করতে হবে!
রাজা জয় সিংহ আপনার ক্ষমতা
অসীম। আপনিই পারবেন
শিবাজীকে জয় করতে।

সম্রাট
যেমন আদেশ
করবেন।



রাজা জয়সিংহের গোলন্দাজ বাহিনী ছিল খোদ ইতালী থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত।
এদের সাহায্যে তিনি দুর্গের পর দুর্গ দখল করে নিলেন।



...শেষ পর্যন্ত শিবাজী জয়সিংহের সঙ্গে এক অস্হায়ী বোঝা পড়ায় এলেন।



ব্যাপারটা ভালো
ঠকছেন না, মহারাজ!

আপনি কি করে
জয়সিংহের
কথায় আস্তা
বাখছেন?



উপায় নেই। ওদের
তুলনায় আমরা
খুবই দুর্বল।
ইচ্ছে না থাকলেও
রাজী হতে হবে।



আগ্রহ্য আমার ছেলে
রাম সিংহ আপনাদের
দেখাশোনা করবে।



আমি
রাজী।

প্রজাদের জন্য
ভাবনা রইলো।
যাহোক মন্ত্রীরা
রইলেন, ওদের যাতে
মঙ্গল হয়,
দেখবেন।



ওঁরা সদলবলে দিল্লির পথ ধরলেন। দীর্ঘ পথ—দু'মাসেও যেন খুঁয়ায় না। সবদ
জনগণ ওঁদের শুভেচ্ছা জানানেন ...

ঐ যে!
মহান
শিবাজী!

উনি সম্রাটের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন।

ওখানে তাঁর
জন্য আবার খাঁদ
পাতা নেই
তো?



অবশেষে—

আগ্নায় আপনাকে স্বাগত জানাই। এই আপনার
থাকবার জায়গা।

কিন্তু রক্ষী কেন?

আপনার
সম্মান ও
নিরাপত্তার জন্য,
মহারাজ!



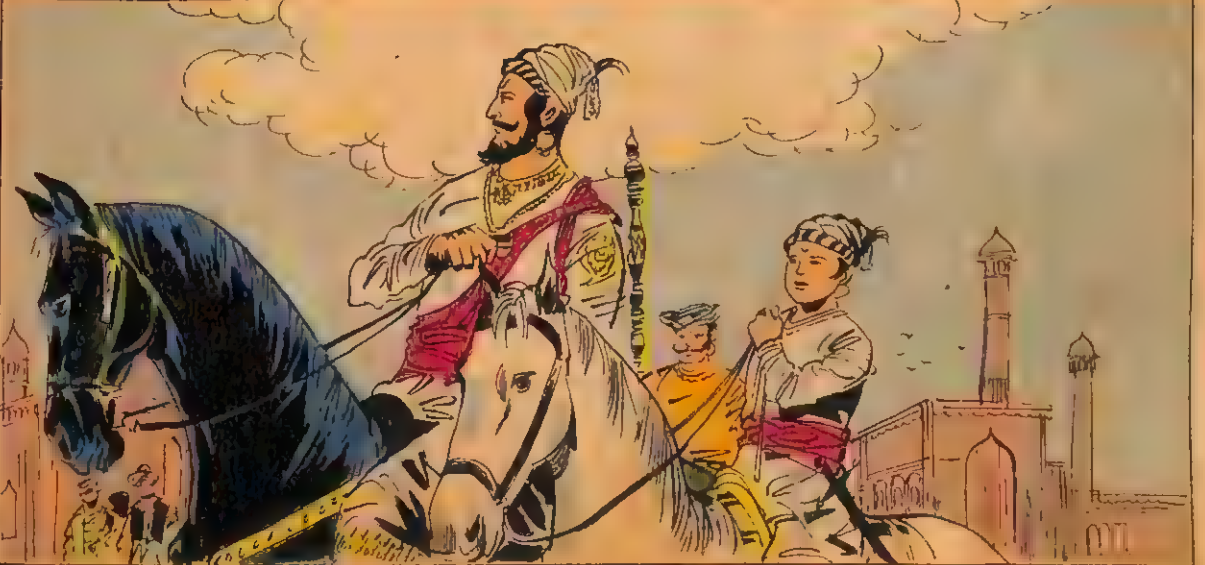
পূর্ব-
দিন—

তাহলে আপনিই
রাম সিং?

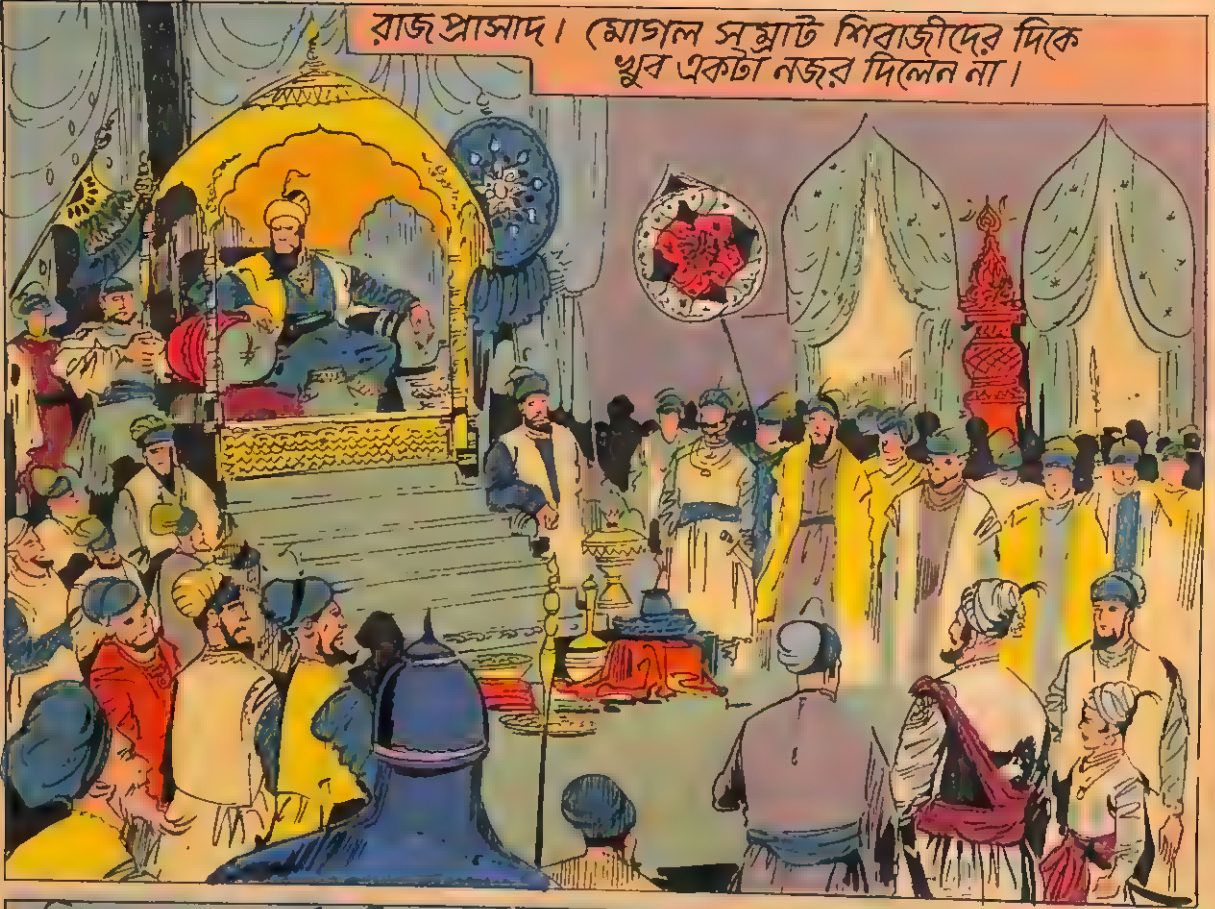
আজ্ঞে। আজ সম্রাটের
জন্মদিন। বিরাট
দরবার বসবে।
সেখানে আপনার
নিমন্ত্রণ
রইলো।



পিতা পুত্র সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দরবারের দিকে রওনা হলেন।



রাজ প্রাসাদ। মোগল সম্রাট শিবাজীদেব দিকে
খুব একটা নজর দিলেন না।



নিম্নপদস্থ রাজ কর্মচারীদের একটি দলের
সঙ্গে তাঁদের দাঁড়াতে বলা হলো।

দেখেছো, বাবা? সম্রাট অন্যদের
উপহার দিয়ে
সম্মানিত
করছেন। উনি
আমাদের
অবহেলা
করছেন।



শিবাজী রাগে
ফেটে পড়লেন।

এ অপমান। উনি সেই সব
লোকদের সম্মান দেখাচ্ছেন যাদের
আমি যুদ্ধে হারিয়েছি।



তিনি বেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

শুনুন...

কোনও
কথা নয়!

শিবাজীর ব্যবহারে সম্রাট অবাক
হলেন।

অদ্ভুত মানুষ! ওকে
কালি ডাকুন। আমি
ওঁকে আর ওঁর
ছেলেকে সম্মান
দেখাবো।

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

সম্রাটকে বলুন, আমি
অসুস্থ। সেজন্য
যেতে পারছি না।

শম্ভুজী একাই দরবারে গেলেন। তাকে সম্মানসূচক বস্ত্র ও তলোয়ার উপহার
দেওয়া হলো।

তুমি
ঠিক মতো কুর্নিশ করোনি,
বাছা।

আমি
শুধু নেশ্বর
আর আমার
মায়ের কাছেই
মাথা নোয়াই।





একদিন সকালে সেই সব কুড়িতে অন্যকিছু রইলো...



প্রহরীরা কুড়িগুলির দিকে তাকিয়েও দেখলো না।





ইতিমধ্যে, এক নির্জন জায়গায়—

আপনাদের
জন্য ঘোড়া তৈরি,
মহারাজ।

ধন্যবাদ!



ঘনঘন ছদ্মবেশ পরিবর্তন করে শিবাজী দক্ষিণে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন।
সবখানেই সকলে তাকে সাহায্য করলো।

শম্ভুজী আপনার কাছে
কিছুকাল থাকবে।

এ আমার পরাম
সৌভাগ্য, মহারাজ।



তিনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছলেন।

আমাদের প্রিয়
শিবাজী নিরাপদে
ও নির্বিঘ্নে ফিরে
এসেছেন।

হে ঈশ্বর, তুমিই ধন্য!



আগ্রা থেকে পলায়নের কয়েক বছর পরে, রায়গড়ে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে শিবাজীকে রাজসদে অভিষিক্ত করা হয়।

পুত্র, আমি
এই দিনটির
জন্যই অপেক্ষা
করছিলাম।

জনগণের রাজা!

যতদিন মানুষের
মধ্যে স্বাধীনতা বাধা
থাকবে ততদিন শিবাজীর
নামও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে
আর লক্ষ লক্ষ প্রাণে
প্রেরণা জোগাবে।



শিবাজীর রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর; কিন্তু যে মারাঠা শক্তিকে তিনি
গড়ে তুলেছিলেন তা তার পরেও বছরবছর পূর্ণ গৌরবে অটুট ছিল।

চিরন্তন সচিত্র কাহিনী



অমর চিত্র কথা



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষ্ণের গল্প

শকুন্তলা

রামায়ণ

নল দময়ন্তী

লব কুশ

মহাভারত

চাণক্য

বুদ্ধ

শিবাজী

রাণা প্রতাপ

কর্ণ

ডায়

মৌর্যবাসী

প্রহ্লাদ

পঞ্চতন্ত্র

পরশুরাম

রামশাস্ত্রী

দেবী চৌধুরাণী

লঙ্কার রাজা রাবণ

তানাসেন

আনন্দমঠ

গঙ্গা

গণেশ

হিতোপদেশ

রাজসিংহ

বিজ্ঞানসাগর

ধ্রুব ও অষ্টাবক্র

দুর্গা

বুদ্ধিমান বীরবল

সুরদাস

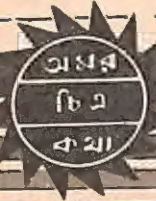
বিরেকানন্দ

বাঘা যতীন

সাত রঙা রাজপুত্র

নচিকেতা

মহাকবি কালিদাস



শ্রদ্ধাচর চন্দ্র বোস

রত্নাবলী

জয়প্রকাশ

মহীরাবণ

জয়দেব

গাজদারী

রসিক বীরবল

স্বর্গীয় কণ্ঠহার

ডীম ও হুম্মান

ধাত্রী পান্না ও হৃদিরাণী

জাতকের গল্প

কুন্তকর্ণ

ঈশির রাণী

বাবা সাহেব আব্দুসসাদ

বাঘ ও কাঠাঠাকুর

চন্দ্র ললাট

বিক্রমাদিত্য

আশোক

গীতা

অঙ্কলিমালা

ইরিশচন্দ্র

ইজ ও শিবি

আরুণী ও উত্তর

আম্রপালি ও উপশুভ্র

শিবের গল্প

বালাদিত্য ও যশোধর্ম

সূর্য

সাবিত্রী

টিপু সুলতান

তানাজী

ঘাটাংকচ

কবীর

বালিবধ

কাদম্বরী

ভানুমতী

লোকমান্য তিলক

জাহাঙ্গীর



ইণ্ডিয়া বুক হাউস প্রাঃ লিঃ
মহালক্ষ্মী চেম্বার ভুলাভাই দেসাই রোড,
বোম্বে ৪০০-০২৬.

বাংলা অমর চিত্র কথার একমাত্র পরিবেশক :

উচ্চারণ

২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রাট, কলিকাতা



AMAR CHITRA KATHA
BRINGS YOU

The Mahabharata

IN 42
ISSUES



An Authentic Account of the Longest Epic Poem in the World

Titles already published:

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Veda Vyasa | 11. Enter Draupadi | 19. The Pandavas in the Forest | 27. Sanjaya's Mission |
| 2. Bheeshma's Vow | 12. Draupadi's Swayamvara | 20. Arjuna's Quest for Weapons | 28. Duryodhana Refuses to Yield |
| 3. The Advent of the Kuru Princes | 13. Pandavas Recalled | 21. Arjuna in Indraloka | 29. Krishna's Peace Mission |
| 4. The Pandavas at Hastinapura | 14. Arjuna's 12-year-long Exile | 22. The Reunion | 30. The War Begins |
| 5. Enter Drona | 15. A Hall for Yudhishtira | 23. Duryodhana Humbled | 31. Bheeshma in Command |
| 6. Enter Karna | 16. The Pandavas Conquer the World | 24. The Twelfth Year | 32. The Fall of Bheeshma |
| 7. The Conspiracy | 17. Yudhishtira's Rajasooya Yajna | 25. The Pandavas in Virata's Palace | 33. Drona's Vow |
| 8. The Escape | 18. Indraprastha Lost | 26. Panic in the Kaurava Camp | 34. The Slaying of Abhimanyu |
| 9. The Birth of Ghatotkacha | | | |
| 10. The Pandavas at Ekachakra | | | |

Price: Rs. 5/- each

Also, the Library Edition
of the Mahabharata in 8
bound volumes. 5 Volumes
already published: (Six titles in each)

- * The Rivals at Hastinapura
- * The Pandavas win an Ally
- * Indraprastha Gained and Lost
- * The Pandavas in Exile
- * On to Kurukshetra



Published by:

India Book House Pvt. Ltd.

Distributed by:

INDIA BOOK HOUSE

* Ahmedabad * Chandigarh * Madras
* Bangalore * New Delhi * Trivandrum
* Calcutta * Hyderabad * Patna * Pune

